51

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 06 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

নিরক্ষরতামুক্ত পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে মৈত্রী

মিঃ আনদ্রেস রিসহোম পাকশিয়া হাইস্কুলের মৈত্রীভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন —দৈনিক বাংলা

শামছুর রহমান : সুইডেনের মোগাসকোলান হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলাদেশ দেখেনি। শোনেনি যশোরের শারশা থানার ডিহি ইউনিয়নের পাকশিয়া হাইস্কুলের নামও। তবুও দুটি স্কুলের শিক্ষার্থীরা জেনেছে, তারা পৃথিবীর মানচিত্রে যে অবস্থানেই থাকুক না কেন, যত সুদূরেই হোক না কেন তাদের কর্ম ও শিক্ষাক্ষেত্রে তারা পরস্পরের বন্ধু। শুভার্থী। সুন্দর পৃথিবী গড়বার জন্য তাদের উভয়পক্ষের সহমর্মিতাও জরুরী। তারা অঙ্গীকার করেছে, চিরকাল পরস্পরকে সাহায্য করে যাবে।

মোগাসকোলান হাইস্কুলের ছাত্ররা তাদের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়েছে। অবসরে কাজ করেছে— বিনিময়ে উপার্জিত টাকা তারা দান করেছে পাকশিয়া হাইস্কুলকে। তাদের সে টাকায় নির্মিত হচ্ছে হাইস্কুলের 'মৈত্রী ভবন', যে ভবনে থাকবে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসরুম। সম্প্রতি মোগাসকোলান হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পাকশিয়াতে আসেন। ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন ওই মৈত্রী ভবনের।

মোগাসকোলান হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলাদেশ সম্পর্কে আগে তেমন কিছু জানত না। তাদের সেই জানার সুযোগ এসে যায় অনেকটা আকস্মিকভাবে। পাকশিয়াতে দেড় দশক ধরে 'ডিহি ইউনিয়ন পাবলিক লাইব্রেরী' তাদের বহুমুখী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। ডিহি ইউনিয়ন পাবলিক লাইব্রেরীর এই বহুমুখী কর্মকান্ড সম্পর্কে কয়েকটি সুইডিশ সাহায্য সংস্থা জানতে পারে। সংস্থার কর্মকর্তারা লাইব্রেরী দেখতে আসেন। আর্থিক দৈন্যের মধ্যেও স্বেচ্ছাশ্রমে পরিচালিত লাইব্রেরীর এসব কাজের ইতিবাচক ফলাফল দেখে তারা খুশী হন। লাইব্রেরী ভবন নির্মাণে আর্থিক সাহায্যও দেন তারা। ওই সাহায্য সংস্থাই স্বদেশে বিভিন্ন ফোরামে তুলে ধরে লাইব্রেরীটির কথা।

তারা জানায়, লাইব্রেরীর সাথেই রয়েছে পাকশিয়া হাইস্কুল। হাইস্কুলকে লাইব্রেরীটি সাধ্যমত সাহায্য করে। কিন্তু হাইস্কুলের নিজস্ব ভবনের অভাব। যে ভবন আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। বর্ষায় ছাদ দিয়ে বৃষ্টি পড়ে। ছাত্র-ছাত্রীরা সব দরিদ্র কৃষকের সন্তান। অনেকেই তাদের বাবাকে ক্ষেতের কাজে সাহায্য করে। এরপর স্কুলের লেখাপড়া করতে হয়। তবে প্রথাগত শিক্ষার বাইরে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বৃক্ষরোপণ, চাষাবাদ এবং অন্যান্য কাজেরও যে শিক্ষা নেয়, এটা জানতে পারে মোগাসকোলান-এর ছাত্র-ছাত্রীরা। তখনই তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে পাকশিয়া হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ভবন সমস্যা যাতে কিছুটা সমাধান হয়, এ জন্য তারা কাজ করবে।

১৯৯৩ সালের ২৯ এপ্রিল মোগাসকোলান হাইস্কুলেরর ছাত্র-ছাত্রীরা অবসর সময়ে ক্ষেত থেকে গোলআলু তোলার কাজ করেছিল। এতে স্কুলের শিক্ষকরাও অংশ নেন। তারা টিফিনের পয়সাও দান করেন এ উদ্দেশ্যে গঠিত একটি তহবিলে। এ ভাবে তারা মোট আয় করে ১৫ হাজার ডলার, যা বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ছয় লাখ টাকা। উল্লেখ্য, মোগাসকোলান-এ সপ্তম শ্রেণী থেকে ইন্টারমিডিয়েট লেবেল পর্যন্ত পড়ানো হয়। মোগাসকোলান তিন কিস্তিতে তিন পর্যায়ে ওই অর্থ ডিহি ইউনিয়ন পাবলিক লাইব্রেরীর মাধ্যমে পাকশিয়া হাইস্কুলকে দিচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রথম কিস্তির টাকা তারা স্কুলকে দিয়েছে। গত ২ জানুয়ারি মোগাস-কোলান হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আনদ্রেস রিসহোম পাকশিয়াতে আসেন। তিনি স্কুলভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ওই ভবনের নাম দেয়া হয়েছে মৈত্রী ভবন।

ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে মিঃ আনদ্রেস রিসহোমের সাথে ছিলেন সুইডেনের সারলাসকোলান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মিসেস বিগ্রিটা, ল্যারফ্যাগসকোলান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হান্স নর্ডস্ট্রম এবং শিলটেসকোলান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মিসেস চার্চটিন। ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে পাকশিয়া হাইস্কুলের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও শিক্ষকগণ, ডিহি ইউনিয়ন পাবলিক লাইব্রেরীর কর্মকর্তাগণ এবং এলাকার হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাকশিয়া হাইস্কুলের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি আলহাজ আবদুল মন্ডল। সম্মানিত চার সুইডিশ শিক্ষক ছাড়াও বক্তৃতা করেন পাকশিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবাদত হোসেন, ডিহি ইউনিয়ন পাবলিক লাইব্রেরীর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আমিরুল আলম খান এবং উপদেষ্টা ইকবাল আলম খান।

মিঃ আনদ্রেস রিসহোম তার বক্তৃতায় বলেন, বাংলাদেশীদের সাথে সুইডিশদের মৈত্রীর স্বাক্ষর এই ভবন দীর্ঘকাল টিকে থাকবে। একটি নিরক্ষরমুক্ত পৃথিবী গঠন করা আজ আমাদের সবার জন্য জরুরী। তিনি দূর্ষণমুক্ত একটি সুন্দর বিশ্বের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বলেন, এর জন্য মোগাসকোলান স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে পাকশিয়া স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও যৌথভাবে কাজ করতে হবে। প্রকৃতির কাছ থেকে শিক্ষা নেয়ার যে প্রক্রিয়া পাকশিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রহণ করেছে, তিনি তারও ভূয়সী প্রশংসা করেন। মিঃ আনদ্রেস রিসহোম ডিহি ইউনিয়ন পাবলিক লাইব্রেরী প্রসঙ্গে বলেন, সন্ধ্যাকাশে শুক-তারার মত অত্যুজ্জ্বল এই লাইব্রেরী।

পাকশিয়া হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও মোগাসকোলান-এর ছাত্র-ছাত্রীদের এই ভালবাসায় উদ্দীপ্ত। তারাও এই ব্রত নিয়েছে যে শিক্ষা ও মানব কল্যাণে তারা উৎসর্গ করবে তাদের গোটাজীবন।